① বাংলার নবজাগরণ আন্দোলন বলতে কি বোঝ? উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রভাব আলোচনা কর।

→ ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগকে বলা হয় তমসাচ্ছন্ন যুগ। আঠারো শতক পর্যন্ত ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজচেতনা, রাজনীতি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংকীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, — সমাজের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক, ধর্ম ছিল কতগুলি পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান, মানুষ যুক্তি, বিচার, দৈহিক ভক্তির মধ্যে আবদ্ধ। এই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ সম্পর্কে আমরা সাধারণ মানুষ ছিলেন অজ্ঞ। উপনিষদ, পণ্ডিতরাও অজ্ঞ ছিলেন, বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ সম্পর্কে খুব অল্প পণ্ডিতেরই জ্ঞান ছিল, সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার মধ্যে সমাজসচেতনতা আবদ্ধ আড়ম্বর গুলির মধ্যে সমাজসচেতনতা আবদ্ধ ছিল, রাজনীতিতে ছিল মিথ্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাতকতা, উনিশ শতকে এই সকল আচরণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছিল তা বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস নামে পরিচিত।

ও ..., রাজনীতি — জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংকীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল — সমাজের নিয়ন্ত্রক ~~পরিচালক~~, পরিচালক, ধর্ম ছিল কতগুলি আচার অনুষ্ঠান, সাহ্য প্রথার বিচার, লৌকিক পূজা অর্চনার মধ্যে আবদ্ধ। এই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন ধারণাই পুরোহিতরাও কেবল ছিল, বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ সম্পর্কে খুব অল্প পণ্ডিতেরই জ্ঞান ছিল, সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার মধ্যে সমাজসচেতনা আবদ্ধ ছিল, রাজনীতিতে ছিল অত্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাতকতা, ঊনবিংশ শতকীতে এই সকল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছিল তা বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁ নামে পরিচিত।

<u>উদ্দেশ্য</u>:-

ঊনবিংশ শতকীতে সংকীর্ণ, অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে — পাশ্চাত্য শিক্ষা, দেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করে যুক্তিবাদী করে তুলেছিল, তাই এই সময় থেকে বাংলার প্রগতিশীল মনীষী রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ জনের আবির্ভাব হয় এবং তাদের হাতেই বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়। অর্থাৎ নবজাগরণের বড় বৈশিষ্ট্য ~~হল~~ ছিল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচেতনা। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটানোই ছিল নবজাগরণের মূল কথা।

Scanned with CamScanner

2.5. শিক্ষার উপর বাংলার নবজাগরণের প্রভাব (Impact of Bengal Renaissance on Edcuation)

ভারতীয় তথা বাংলার জনজীবনে নবজাগরণের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যানধারণা—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ড. কে এন পানিক্কর (*K N Panikkar*) বলেন, "ইংরেজদের ভারত জয় এবং তার ফলস্বরূপ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের প্রসার

Scanned with CamScanner

অবশ্যম্ভাবীরূপে দেশজ সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি ও দুর্বলতা ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দিয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে, প্রতিক্রিয়া নানারকমের হলেও, সবারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সংস্কার প্রয়োজন।"

আমাদের মাতৃভূমি তথা বাংলাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনের সূচনা হলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। স্যার যদুনাথ সরকার (*J N Sarkar*) বলেন যে, পেরিক্লিসের যুগের এথেন্স যেমন সমগ্র গ্রিসের শিল্প ও সংস্কৃতির শিক্ষাকেন্দ্র ও জন্মদাত্রী ছিল, তেমনি ইংরেজ শাসনাধীনে সমগ্র ভারতের কাছে বাংলাও ছিল ঠিক তাই। ইংল্যান্ডের কাছ থেকে সংগৃহীত জ্ঞানরশ্মি নিয়ে বাংলা এ কাজে অবতীর্ণ হলেও, নিজ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বাংলা তা নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। এই নতুন বাংলাতেই আধুনিক বিশ্বের সকল মঙ্গলজনক ও মহান চিন্তারাশির উন্মেষ ঘটে এবং তা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই বাংলা থেকে উদ্ভূত ইংরেজি-শিক্ষিত শিক্ষক সমাজ এবং ইংরেজি ভাবধারা বিহার, ওড়িশা, হিন্দুস্থান ও দক্ষিণ ভারতের আধুনিকীকরণে সাহায্য করে। বাংলা থেকে উদ্ভূত নতুন সাহিত্য, ভাষা, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা—এমনকি আচার-আচরণ প্রদেশের সীমা অতিক্রম করে বিস্তৃত ভারতের দূরবর্তী এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

একথা সত্য যে, ঊনবিংশ শতকে আমাদের সমাজজীবনে সার্বিক পরিবর্তনের যে প্রয়াস পাশ্চাত্য দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে গ্রহণের এই আগ্রহ, তা শুরুতে সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই অনেকে একে মধ্যবিত্তের বা ভদ্রলোকের শ্রেণির আন্দোলন বলেছেন। প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত উদার মনোভাবাপন্ন কিছু লোক এই আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরবর্তীকালে এই আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন হয়। নবজাগরণের প্রভাবে নতুন চিন্তাধারার স্রোতের গতি রক্ষণশীলরা রুদ্ধ করতে পারেনি। রামমোহনের সমাজসংস্কার, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা প্রচেষ্টা, স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাকে বিপুল আগ্রহের সঙ্গে সমাজ গ্রহণ করেছে। তাঁদের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা দেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিরোধ সত্ত্বেও নবজাগরণের প্রভাব সমাজের নীচু স্তরেও আলোড়িত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৭/ সমগ্র ভারতে বাংলার নবজাগরণের প্রভাব আলোচনা কর, এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা আলোচনা কর. [redacted] 5.8

উঃ→ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নবজাগরণের প্রভাবে বাংলায় সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল. একেই বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলা হয়। বাংলার নবজাগরণ সারা ভারতকে প্রভাবিত করেছিল. এ যুগে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মানুষের মনে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন হয় এবং যুক্তিবাদী এবং বো[illegible] অন্যান্য নবজাগরণের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চেতনা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ মাধ্যমেই ছিল নবজাগরণের মূল কথা,

নবজাগরণ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক?→

বাংলায় নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন যে সব বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা হলো→

(১) আধুনিক বাংলা ভাষার উৎপত্তি:→ প্রাচীন সংস্কৃত বাংলা ভাষার পরিবর্তে এই সময়ে আধুনিক বাংলা ভাষার উৎপত্তি হলো, বই ছাপা শুরু হলো, নানা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে 1818 খ্রী: প্রকাশিত হল 'দিগদর্শন', রামমোহন রায়ের 'সংবাদ কৌমুদী', হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এবং ইয়ং বেঙ্গল-এর 'জ্ঞান অন্বেষণ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হল সংবাদে - নবজাগরণের ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারা প্রবাহিত হ[illegible] শুরু করল,

(২) সামাজিক সংস্কার আন্দোলন?→ নবজাগরণ আন্দোলন অনুসারে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার যেমন, [redacted] সমাজবাদীর আন্দোলন, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়, এই কারণে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন হয়, নবজাগরণ যুগে বিভিন্ন সংস্কারক ও মনীষীর বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম করে মানুষকে পথ দেখালো,

(৩) প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের মূল্যায়ন?→ নবজাগরণের সময় বৈদিক যুগ হল ভারতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ,

২।

নবজাগরণে রামমোহনের ভূমিকা:→

নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতার নাম রমাকান্ত রায়। রামমোহন বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, [illegible] ও ইংরাজী এই [illegible] ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে তিনি তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করার জন্য ক্রমে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ শুরু হয়। 1827 খ্রী: তিনি কলকাতায় কমল-বসুর বাড়িতে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন, পরে যেটির নাম আত্মীয় সভা থেকে ব্রাহ্মসমাজ হয়।

শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের অবদান:-

বাংলার শিক্ষার সংস্কারে রামমোহনের অবদান অবিস্মরণীয়, তিনি ইংরাজী শিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার ঘটলেই ভারতীয়দের মন থেকে কুসংস্কার দূর হবে, এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। তিনি মনে করতেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দ্বারাই কেবল জাতির সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন সম্ভব। 1817 খ্রী: হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপনে রামমোহনের একটি ভূমিকা ছিল। রামমোহনের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেদান্ত কলেজ। এই

স্কুলের উদ্যোক্তা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন,

৭ ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে

রামমোহন স্কুল স্থাপন করেন, তিনি 1826 খ্রী:
1822 খ্রী: অ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন করেন, তিনি চেয়েছিলেন গণিত এবং
অভিভাবকরা বেদান্ত কলেজে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় ইংরেজি ভাষা
ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষা পড়ানো হত, এই তিনি ভারতীয় ছেলেদের
প্রাচীন সমাজের ক্ষেত্রে অ্যাংলো হিন্দু স্কুল স্থাপন করেছেন প্রতিষ্ঠা করেন
ইংরেজী শিক্ষার বেদান্ত সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন
বেদান্ত কলেজ
বেদান্ত মহাবিদ্যালয়।

রামমোহন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল
পরিবর্তন চেয়েছিলেন। ওই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার একটি
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন তিনি তা
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনি তার শিক্ষা দানের দাবি এবং শ্রীরাম
বিরোধিতা করেন, তিনি তাঁর শিক্ষা বিষয়ের সংস্কৃত কলেজ স্থাপন
করে কলকাতায় সাহায্য. তবে
করেছিলেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিতে ও
রামমোহন বাংলা ভাষার উন্নতিতে বিশেষ লেখা বিভিন্ন সাময়িকপত্র,
1832 খ্রী: তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন।
রচনা বাংলা ও ইংরেজীতে একটি [illegible] ব্যাকরণ রচনা করেন, তাকে
বাংলা, তাকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা যেতে পারে।
তার বাংলা গদ্যে বই গুলির মধ্যে বেদান্ত সার, উপনিষদের অনুবাদ
বেদান্ত গ্রন্থ, গোস্বামীর সহিত বিচার, পথ্যপ্রদান উল্লেখযোগ্য
রামমোহন স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন,
তিনি দুটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশনা করেন, বাংলায় –
'সংবাদ কৌমুদী' এবং ফারসীতে 'মিরাৎ-উল-আখবার', স্কুল
বুক সোসাইটির সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন,
। প্রথমে [illegible] [illegible] শিক্ষা ও বাংলা সাহি

সকলেই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। অপরদিকে তাঁর জীবদ্দশাতেই অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্‌গার করেছেন। ড. **রমেশচন্দ্র মজুমদার** ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও আধুনিকতার অগ্রদূত হিসেবে রামমোহনের সকল কৃতিত্বকে অস্বীকার করেছেন। মার্কিন ঐতিহাসিক **ডেভিড কফ রামমোহন-কে** কখনোই 'আধুনিক ভারতের জনক' বলতে রাজি নন। তাঁর মতে, উনবিংশ শতকের নবজাগরণ কোনো ব্যক্তিবিশেষের অবদান নয়। তাঁর জীবন ও কর্মে নানা স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বলা হয় যে—

(i) হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, সতীদাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও তিনি কিন্তু জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সেভাবে রুখে দাঁড়াননি। তিনি কখনোই ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগ করেননি। তাঁর ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেউ আচার্য হতে পারতেন না।

(ii) হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে গিয়ে যুক্তি নয়—তিনি ধর্মশাস্ত্রগুলির উপরেই নির্ভর করেছেন। ধর্মশাস্ত্রগুলির ওপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর সংগ্রাম চালান।

(iii) তিনি 'বেদান্তের' ওপর ভিত্তি করে সংস্কার কার্যে ব্রতী হন, কিন্তু বেদান্তের 'ত্যাগ-বাদ'কে তিনি অনুসরণ করেননি।

(iv) ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে বলতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও দেশীয় শিক্ষার প্রতি তিনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

(v) ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি যে দেশীয় শিক্ষা ও মাতৃভাষারও প্রসারের প্রয়োজন তা তিনি উপলব্ধি করেননি।

(vi) তাঁর অতিরিক্ত ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষা প্রীতির জন্য অনেকে তাঁকে জাতীয়তা-বিরোধী বলে মনে করেন।

এইসব বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁকে নিঃসন্দেহে 'নবভারতের অগ্রদূত' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক—বিপ্লবী নন। এ কারণেই তিনি প্রচলিত ধর্ম ও সকল সামাজিক রীতিনীতিকে বিসর্জন দিতে পারেননি।

ঐতিহাসিক **সালাউদ্দিন আহমেদ** বলেন যে, "তিনি ছিলেন একজন সতর্ক সংস্কারক —উগ্র বিপ্লববাদী নন।" অধ্যাপক **ম্যাক্সমুলার**-এর মতে, রামমোহনই প্রথম প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবন-তরঙ্গের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। ঐতিহাসিক **স্পিয়ার** তাঁকে 'আধুনিক ভারতের স্রষ্টা' বলে অভিহিত করেছেন। ড. **বিপানচন্দ্র** বলেন যে, "উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় আকাশে রামমোহন রায় উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে ভাস্বর ছিলেন।"

রামমোহনের কর্মময় জীবনের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, জ্ঞানান্বেষণের স্বাধীনতা, বিজ্ঞানের জন্য আগ্রহ, বিস্তৃত মানবিক সমবেদনার মনোভঙ্গি, তাঁর বিশুদ্ধ ও বিশিষ্ট নীতিবোধ, অতীতের জন্য বিচারশীল শ্রদ্ধা প্রভৃতির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

Scanned with CamScanner